গণতন্ত্রহীনতার স্বস্তি

(ভরসার ভার # ২)

মখদুম আজম মাশরাফী

গণতন্ত্রহীনতায় গণমানুষের স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধের অদ্ভূত উপমা এখন বাংলাদেশ। 'গণতন্ত্র' শব্দটির অপপ্রয়োগ পৃথিবী ব্যপী এর আগে কখনও বোধকরি এতো ঘৃন্যভাবে দেখা যায়নি। বিগত ক'মাস ধরে বাংলাদেশে 'গণতান্ত্রিক' উৎপাত ও উৎপীড়নের এক বর্বর পরিস্থিতির প্রমান পৃথিবীর মানুষ চাক্ষুস দেখেছে টেলিভিষনের পর্দায়। দেশের দেয়ালে দেয়ালে ছেয়ে গেছে মধ্যযুগীয় নৃশংশতার যত গ্রাফিক ছবি বুকে লক্ষ লক্ষ পোস্টার। মুন্ডহীন সাংবাদিক, মগজ ঝরে পড়া মানুষের মুখাবয়ব এবং মাসুম শিশুর নিথর লাশের ছবি দেখে আঁতকে উঠেছে পথচারীর দল। সম্প্রতি দেশে গিয়ে এ আমার ছিল চাক্ষুষ অভিজ্ঞা।একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ পরিস্থিতিতে অনুতাপের লেলিহান শিখায় পুড়েছে আমার ভেতরভাগ। প্রবাসে দেশের জন্যে আমার অক্ষম ভালবাসা সযত্নে বুকে করে রাখি চিরকাল। দেশের মাটিতে পা রেখে শত সীমাবদ্ধতায়ও বুক ভরে নিশ্বাস নিতে ভাল লাগে। অনেককে প্রশ্ন করেছি, কিন্তু একোন দেশ আজ বাংলাদেশ। কোন আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের দিকে এখন যাত্রা আমাদের।

বেশ ক'মাস আগে আমার একটি লেখা "ভরসার ভারে" আমি বিগত দু' তিন দশকে বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের গণবিরোধী, একগুঁয়ে আর স্বার্থপর কার্জক্রমের অনেক তথ্য তুলে ধরেছিলাম। সেই ধারাবাহিক হঠকারিতার পথ ধরে এরা এমন নীচ হীনমন্যতা ও অর্বাচীনতার প্রমান দিয়েছে যে তাদের নৃশংশতার শিকার বিভৎস লাশের পাশে দুঃখজনকভাবে 'গণতন্ত্রের' মৃত্যুশয্যাও তৈরী হয়েছে। ক্ষমতা এবং শুধুমাত্র নির্লজ্জ্য ক্ষমতার গভীর নেশায় মগ্ন এই দুটি দলই শুধু নয়, ১৪ ও ৪ দলের ব্যানারে প্রায় সকল তথাকথিত রাজনীতিকরা দেশকে ঠেলে নিয়ে গেছে এক বিপদগ্রস্থ অস্তিত্বে। নাগরিক, রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা , উৎপাদন, শিক্ষা, বানিজ্য সব কিছুই এই উন্মাদনায় হয়ে পড়েছে গৌন ও বিপন্ন।

বৃটিশ উপনিবেশ ও পাকিস্তানী শোষন ও সামরিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে । আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলনগুলোতেও ছিল দমননীতি ও নির্য্যাতন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে এই নৃশংশতা সাম্প্রতিক কালে ছাড়িয়ে গেছে সভ্য সমাজ ব্যবস্থার সকল সীমারেখা। আমাদের ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্জনগুলি, শিল্পকলা ও সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য-গৌরবের গালে প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থা এক চরম চপেটাঘাত।

স্বায়ত্বশাসনের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে আমাদের সুসংগঠিত আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয় আমাদের জাতিয় পরিচয়কে পৃথিবীর ইতিহাসে যে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার মুখে কালিমা লেপন করেছে সাম্প্রতিক সভ্যতা ভব্যতাহীন এই আচরন। দুই জোটে সমবেত দেশের প্রায় সব পরিচিত রাজনৈতিক দল এই আচরনের জন্য সরাসরি দায়বদ্ধ। যদিও দুই দলই বেশ কিছুকাল ধরে পরষ্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছড়ি ও নৃশংশতায় সক্রিয় থেকেছে । সাধারন নাগরিক জীবনযাত্রায় এনেছে এরা শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ংকর পরিবেশ। দেশের কঠোর পরিশ্রমী খেটে খাওয়া মানুষের বেশী সংখ্যক মানুষই শিক্ষার আলোক বঞ্চিত। অথচ তথাকথিত এই শিক্ষিত দলবাজ স্বার্থপর ক্ষমতা লিপ্সুরা অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে দেশের মালিকানা। দলীয় দ্বন্দে জিম্মি করে রেখেছে খেটে খাওয়া এই সব মানুষদের জীবন।

সৎ ও নিবেদিত প্রার্থীর পরিবর্তে যে করেই হোক নির্বাচন জিতে ক্ষমতায় আরোহনের প্রক্রিয়ায় দুই জোটের ছিল উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। দল ভারী করতে তৃতীয় দলটিকে জোটে টানার ঘুষ হিসেবে

আওয়ামী লীগ ও বি এন পি , জাতীয় পার্টিকে যথাক্রমে সাড়ে তিনশ কোটি টাকা ও দুইশত কোটি টাকার প্রস্তাব দেয়। এ ছাড়াও মহাজোট ও জোট জাতীয় পাটির প্রার্থী প্রতি ৫০ লাখ ও ২৫ লাখ করে ঘুষ দেবার প্রস্তাব দেয়। মহাজোট এতে সাফল্য লাভ করে। এখবর দেশের দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এটা সবার জানা যে রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট পক্ষপাত ও দায়ীত্বজ্ঞানশূন্যতা, নির্বাচন কমিশনারদের আত্মকেন্দ্রিকতা ও জনস্বার্থের বিপরীতে অবস্থান আর রাজনৈতিক জোটদুটির ভয়ংকর আচরন দেশকে পৌঁছে দেয় এক দীর্ঘ অচলাবস্তার সীমানায়। আদালত ও পবিত্র সংবিধানকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ব্যবহার করা হয় দলীয় স্বার্থের পক্ষে। এই অচলাবস্থার মধ্যে স্বস্তি নিয়ে আসে নতুন প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পরিষদ। সংবিধানের বেশ কটি ধারাকে রহিত করে পরিচ্ছন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার ও উদ্যোগ নেয়া হলে দেশ স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। দুর্নীতি দমনের দ্রুত অভিযানকে স্বগত জানায় মানুষ। সাথে সাথে মানুষ এত দুর্নীতির পরিমাপ দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বি,এন,পি থেকে বলা হয় পার্টি ও পার্টি প্রধান তা জানতেন, কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলার কারনে তিনি পদক্ষেপ নিতে পারেননি। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তারা ক্ষমতায় গেলেও অনেককে ধরা সম্ভব হত না, এই ভেবে যে, বি,এনপি বলবে এটা দলীয় নির্যাতন। বাহ কি চমৎকার স্বীকারোক্তি। এ থেকে কি প্রমানিত হয় না যে দলীয় স্বার্থ হল সভ্য নীতিমালা, আইনশৃঙ্খলা ও জন স্বার্থের অনেক ওপরে। তাহলে বলুন দেশের শিক্ষাহীন, দরিদ্র , পরিশ্রমী মানুষ কার ওপর ভরসা পাবে। কে দেবে আমাদেও সামাজিক ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা।

দুই জোটের বেশ কিছু শীর্ষনেতা ও সাবেক মন্ত্রীরা এখন কারাগারে। হঠাৎ স্ফীত হয়ে ওঠা তথাকথিত শিল্পপতিরা এখন জেলে। অনেকে দেশ ছাড়া, অনেকে ঘর ছাড়া ও পলাতক। প্রতিদিন জাতীয় সম্পদ ও ত্রানসামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে মন্ত্রী নেতাদের ঘর থেকে। এ চিত্র এখন প্রতিদিনের।

ভাইছাপ, ছাত্র হিসাবে তোমার চেয়ে বালা আছিলাম, কিন্তু বহুতদিন বেকার থাইক্কা শেষমেষ বাবরের চান্দা ও তোমার কমিশন দিয়া আমি চাকুরী পাইছি, তোমাদের দয়াতে না। এখন তোমাগো পেট গালাইয়া কমিশন ও চান্দা বাইর কইরা ফালামু - - -

'চান্দাবাজ' যুবরাজ তারেককে অর্ধচন্দ্র দিয়ে পুলিশ আদালতে ধরে আনে

কেউ জানেনা এই হঠাৎ কঠোর ব্যবস্থার পরিণতি কি এবং কোথায় গিয়ে ঠেকবে। অন্যদিকে পুলিশ কর্মকর্তার পদে নিয়োগে বিপুল উৎকোচ গ্রহন ও দলীয় প্রার্থীদের নিয়োগ বাতিলের সাম্প্রতিক ঘোষনায় নাগরিকদের হতাশা আরও গভীর হয়েছে। কারন জনগনের সাথে সরাসরি প্রতিদিন যাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারনের নিরাপত্তার সম্পর্ক তাদেরই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে আর কাকে ভরসা পাবে মানুষ। অন্যদিকে উৎকোচের বিপুল পরিমান টাকা উদ্ধার করতে আইন রক্ষার পরিবর্তে এদের যে বেআইনী ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার আগ্রহই হবে প্রধান কাজ এটাই যৌক্তিক। চট্টগ্রামে পঁচা গম আটকের কাহিনীই এর প্রমান। আরও দুশ্চিন্তার বিষয় হল নিয়োগ বাতিল প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তারা সমবেত হয়ে পুনরায় নিয়োগ দাবী করার ঘটনা আমাদের সমাজের গভীরে প্রোথিত দুর্নীতির শেকড়ের পরিধি ও দেউলিয়া মূল্যবোধের প্রকৃষ্ট প্রমান নয় কি?

এ অবস্থা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, দুই জোটের শীর্ষ স্থানীয় বেশ কিছু নেতা জাতীয় সম্পদের ক্রমাগত লুণ্ঠনের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত। এরা বেপরোয়া এবং অপ্রতিরোধ্য। এদের রাঘব বোয়ালদের বাস এক্কেবারে দুই নেতৃর ডানার তলায়। অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্টিত এক বেগম বা অন্য শেখের পরিপূর্ণ পৃষ্টপোষকতা আর তত্বাবধানে এরা ব্যবহার করে রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহিনী ও নিরাপত্তা। প্রহশন মনে হলেও এটাই সত্য যে যারা নাগরিকের অর্থে নাগরিকের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকার কথা তারা প্রকৃতপক্ষে নাগরিকের শত্রুর নিরাপত্তায় ব্যস্ত থেকেছে।

এ ব্যবস্থার এখানই শেষ নয়, দুই জোটের সাধারন নেতা কর্মী, যারা মাঠে, ময়দানে, রাজপথে, গ্রামে গঞ্জে দলের জন্য সার্বক্ষনিক নিবেদিত আছে, সংঘাত ও কষ্ট সহ্য করেছে তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া প্রায় সবাই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে এই দুর্নীতি বাজদের হাতিয়ার হিসেবে। এখনও হচ্ছে এবং সন্দেহ নাই ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। তাদের অনেকে মোহগ্রস্থের মত অন্ধ আনুগত্যের দাস হয়ে থাকবে ঐ সব অপরাধী দুর্বৃত্তদের পক্ষে। এদের এই আনুগত্যকে বশে রাখতে যাদুদন্ডের মত ব্যবহৃত হবে দুই লোকান্তরিত নেতার ইমেজ। দেশের লক্ষ কোটি তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা এই বিশ্বাসবলয়ে বন্দি থেকে ঘাম, অশ্রু ও রক্ত ঝরাবে গ্রাম্য পথে, বাজারে-বন্দরে, মাঠে-ময়দানে ও রাজপথে।

চলবে - -

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ - ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭